



Additon- 5

* আমরা (আলেমরা) সশস্ত্র জিহাদ করি না; তার কারণ....

সপ্তম কারণ:

আমরা অনেক ভাই আছি, যারা মনে করি, ইসলাম তো শান্তির ধর্ম, ইসলাম মারামারি-কাটাকাটি পছন্দ করে না, তাই আমরাও মারামারি-কাটাকাটি (জিহাদ) পছন্দ করিনা।

যুক্তিখণ্ডন:

• ‘ইসলাম শান্তিপ্রিয়’ একথাটির প্রকৃত অর্থ কী?

- প্রিয় ভাই! আমাদের মহান ধর্ম ‘ইসলাম’ সব সময়ই চায় যে, দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ সদা সর্বদা সুখে থাকুক, শান্তিতে থাকুক, নিরাপদে থাকুক; সমাজে কোনো অশান্তি, অরাজকতা, খুন, হত্যা, ধর্ষণ, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি না থাকুক; রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় কোনো অন্যায়, অবিচার, যুলুম না থাকুক, প্রকারান্তরে, সকল কল্যাণের আধার ‘আসমানী আইনের শাসন’ প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, ন্যায়-ইনসাফ আর আদলের রাজ কায়েম হোক, মানুষ মন্দ মানুষের যন্ত্রনা থেকে রেহাই পাক, বান্দার গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর দাস হয়ে যাক; সমাজের প্রতিটি পরিবার সুখে-শান্তিতে থাকুক, তাই পরিবারের কোনো সদস্যই যেন মাদকাসক্ত না হয়ে যায়, যিনা, ব্যভিচার আর পরকিয়ায় লিপ্ত না হোক; প্রতিটি মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করুক, সমাজ দারিদ্র্যমুক্ত হোক, সকলেই সচ্ছল হোক, সকলে যাকাত দেয়ার উপযুক্ত হোক, কেউ যাকাতগ্রহণকারী না থাকুক, সমাজে কোনো মধ্যস্থত্যাভোগী বা সিন্ডিকেট না থাকুক, সম্পদের সুষম বন্টন হোক, সমাজে অন্যায় ভোগ-দখল না থাকুক, শোষণের হাতিয়ারগুলো (সুদ, ঘোষ ইত্যাদি) সমাজ থেকে বিদায় নিক; রাষ্ট্রযন্ত্রে কোনো দুনীতি ও ঠকবাজ না থাকুক; সমাজের প্রতিটি মানুষ অপরাপর মানুষের জন্য কল্যাণকর হোক, একে অন্যের কল্যাণকামী হোক, কেউ কারো দ্বারা কষ্ট না পাক, একে অন্যের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করুক; নারীরা সমাজে পূর্ণ নিরাপত্তা, সম্মান, ইজ্জত লাভ করুক, সকলের সম্মানের পাত্র হোক, নষ্টদের ভোগ্যসামগ্রী কিংবা পণ্য না হোক, অন্যদিকে তারা যেন সমাজের পুরুষদের কামোদ্দীপনা, কুমন্ত্রনা আর কুচিন্তার কারণ না হয়, সুস্থ চিন্তা আর মস্তিষ্কের, সভ্য ও শালীন মানবসমাজ গড়ে উঠুক। ইত্যাদি। আর এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই আমাদের মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা‘আলা দ্বীন ইসলামের সমস্ত হুকুম আহকাম নাযিল করেছেন, প্রিয় নবী ﷺ, খোলাফায়ে রাশেদা এবং পরবর্তীতে নেককার খলিফা ও শাসকবৃন্দ মানব ইতিহাসে এর বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, পৃথিবীর বুকে এমন সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির সমাজ প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব। (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলার জন্য যিনি আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা ধন্য করেছেন।)

..... প্রিয় ভাই! এই অর্থে ‘ইসলাম শান্তিপ্রিয়’, একথাটি শতভাগ সঠিক।

কিন্তু সমাজের একদল ব্যক্তি রয়েছে, যাদের অন্তর বক্রতাসম্পন্ন, যারা মানবসমাজের কল্যাণকামী নয়, যারা কখনো চায়না মানবজাতি সুখে শান্তিতে থাকুক, মানুষের মন-মগজ সুস্থ চিন্তা করুক, যারা চায় মানুষের মাঝে

অন্যায়, অবিচার, যুলুম আর অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, যারা চায় কেবল নিজেরাই সম্পদের পাহাড় গড়ুক, অন্যদিকে সাধারণ জনগণ না খেয়ে মরুক, মানুষ খাহেশাত আর ফাহেশাতের দাস হোক, নারী কেবল প্রদর্শন ও ভোগ্য পণ্য হোক, সমাজে মাদক ব্যাপক আকারে সয়লাব হোক, ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র সকলেই সর্বদা অশান্তির অন্ধকারে ডুবে থাকুক; এককথায়, ইসলাম যা চায় তারা সর্বদাই তার বিপরীত কামনা করে থাকে, এই লোকগুলো চায় মানবজাতি এক আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে তাদের পূঁজা করুক, তাদের নফসের উপাসনা করুক, তারা তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মানবজাতিকে যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধানাবলি চাপিয়ে দিবে তাই মানুষ গ্রহণ করুক। মোটকথা, তারা কখনো চায় না সমাজে ইসলাম থাকুক, মানুষ ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করুক, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে সমাজে সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ফিরে আসুক।

এই লোকগুলো ক্যান্সারের মত, এরা সাধারণ এন্টিবায়োটিক দ্বারা সমাজ থেকে নির্মূল হবে না, এদের একমাত্র প্রতিকার হল অস্ত্রোপচার (সার্জারী)। ক্যান্সারের কোষযুক্ত টিউমারকে যদি দেহ থেকে কেটে ফেলা না হয়, তাহলে এই ক্যান্সার যেমন সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে, তেমনিভাবে এই লোকদেরকে যদি সমাজ থেকে নির্মূল না করা হয়, তাহলে মানবসমাজ অশান্তির ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে, আর এই অশান্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে, মানব সমাজ অসুস্থ হয়ে অশান্তির আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে, জাহান্নামের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে।

এই লোকগুলোর ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান হলো- এদের জন্য কেবল দাওয়াতী মেহনত করাই যথেষ্ট নয়, এদের জন্য কেবল ওয়াজ-নসীহত করাই যথেষ্ট নয়, সমাজে কেবল মসজিদ-মাদরাসার সংখ্যা বৃদ্ধি করাই এদের হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট নয়, কেবল কিছু কিতাবাদি রচনা করে রেখে যাওয়াই যথেষ্ট নয়,.....; এদের জন্য চাই 'রক্ত ঝরানো', হ্যাঁ, এদের রক্ত ঝরাতে হবে, এদেরকে সমাজ থেকে বিদায় দিয়ে জাহান্নামে পাঠাতে হবে, এদেরকে হত্যা করতে হবে, এদেরকে হত্যা করতে প্রতিটি ঘাটিতে ওঁৎ পেতে বসে থাকতে হবে, এটিই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর বিধান। ইসলাম তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে (সমাজ থেকে সকল অশান্তি দূর করতে) এজন্যই জিহাদের বিধান দিয়েছে। আর সমাজে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে যে বা যারাই বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, ইসলামের অগ্রযাত্রার বিরুদ্ধে যারাই তরবারি ধারণ করবে, তাদের বিরুদ্ধেই জিহাদের হুকুম দেয়া হয়েছে, এদেরকে হত্যা করার বিধান দেয়া হয়েছে, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধান দেয়া হয়েছে।

সুতরাং 'ইসলাম শান্তিপ্ৰিয়' এই কথার অর্থ কখনোই এই নয় যে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম কাউকে হত্যা করার অনুমতি দেয়না, ইসলাম কখনোই মারামারি কাটাকাটি পছন্দ করেনা; বরং সারাবিশ্বে পরিপূর্ণ রূপে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি ফিরিয়ে আনতে যতদিন প্রয়োজন জিহাদ করতে হবে, যারাই আল্লাহর সাথে দুশমনি করবে, দ্বীন ইসলামের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে, ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে তাদের সকলকে হত্যা করতে হবে, যতজনকে দরকার ততজনকেই বন্দী কিংবা হত্যা করতে হবে; কত হাজার কিংবা কত লক্ষ লোককে হত্যা করা হল, কী পরিমাণ কিংবা কতটুকু রক্তপাত করা হল তা দেখা হবে না; তবে হ্যাঁ, অন্যায়ভাবে ও অপ্রয়োজনে কিংবা বিনা কারণে একজন মানুষ তো দূরে থাক একটি প্রাণিকেও হত্যা করা ইসলাম পছন্দ করেনা; হত্যা করা তো পরের কথা স্বাভাবিক কষ্ট দেয়াও ইসলাম অপছন্দ করে। আলহামদুলিল্লাহ, এভাবেই ইসলাম একটি পরিপূর্ণরূপে ভারসাম্যপূর্ণ ও শান্তির ধর্ম।

- প্রিয় ভাই! নিচের আয়াতগুলো দ্বারা একথা কি বুঝে আসে না, ইসলাম রক্তপাত (জিহাদ ও কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ, দ্বীন কায়েমের জন্য প্রয়োজনে কুফরারদের রক্ত ঝরানো) পছন্দ করে কি করে না?

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটা বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না। [সূরা বাকারা - ২:২১৬]

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। [সূরা তাওবা - ৯:২৪]

وَإِذْ يَبْعُدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ - لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

আর যখন আল্লাহ দুটি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোন রকম কন্টক নেই (অর্থাৎ যাতে কোনো রক্তপাত নেই), তাই তোমাদের ভাগে আসুক; অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং (জিহাদ/ফিতাল/রক্তপাতের মাধ্যমে) কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে। যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয়। [সূরা আনফাল - ৮:৭, ৮:৮]

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَبَأْتُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[সূরা তাওবা - ৯:৫]

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
 তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। [সূরা তাওবা - ৯:১৬]

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

(ওহে বনি ইসরাঈল!) তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। [সূরা বনী-ইসরাঈল - ১৭:৭]

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
 যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম। [সূরা তাওবা - ৯:২০]

يُنَبِّئُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ

তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। [সূরা তাওবা - ৯:২১]

.....ইত্যাদি।

এরকম শত শত আয়াত রয়েছে কুরআন কারীমে যেগুলো পাঠ করলে সুস্পষ্টরূপে বুঝে আসে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জিহাদ করাকে (দ্বীনের প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ও রক্তপাত ঘটানোকে) কতটুকু ভালোবাসেন, যারা জিহাদ করে তাদেরকে তিনি কতটুকু ভালোবাসেন! সুবহানাল্লাহ।

- প্রিয় ভাই! ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখি! দ্বীন ইসলামকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে কী পরিমাণ রক্তপাত ঘটানো হয়েছে! ইসলামের প্রাথমিক যুগের (নবুওয়তের যামানা ও খোলাফায়ে রাশেদার যামানার) কিছু যুদ্ধের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। নিচের পরিসংখ্যানটি লক্ষ্য করি-

নবুওয়তের যামানায় সংগঠিত হওয়া যুদ্ধ সমূহের পরিসংখ্যান

সাল	যুদ্ধের নাম	কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা	নিহত কাফেরের সংখ্যা
রমজান, ২য় হিজরি	বদর যুদ্ধ	৯৫০	৭০
শাওয়াল, ৩য় হিজরি	উহুদ যুদ্ধ	৩০০০	২২
	বনু কুরায়যার যুদ্ধ	-	৬০০-৭০০
মুহাররাম, ৭ম হিজরি	খায়বার যুদ্ধ		৯৩
জমাদিউল আউয়াল, ৮ম হিজরি	মুতোর যুদ্ধ	২,০০,০০০	অগণিত
	হনাইনের যুদ্ধ		৭০

হযরত আবু বকর রাডি. এর খিলাফতের সময় সংগঠিত যুদ্ধসমূহ

সাল	যুদ্ধের নাম	কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা	নিহত কাফেরের সংখ্যা
মুহাররাম, দ্বাদশ হিজরি	শিকলের যুদ্ধ	-	অসংখ্য
সফর, দ্বাদশ হিজরি	মাযারের যুদ্ধ		৩০,০০০
সফর, দ্বাদশ হিজরি	ওয়ালাজার যুদ্ধ		অসংখ্য
সফর, দ্বাদশ হিজরি	উল্লায়শ বা আমগিশিয়ার যুদ্ধ		৭০,০০০
জিলহজ্জ, দ্বাদশ হিজরী	ফিরাযের যুদ্ধ		অসংখ্য
	আযনাদাইন	১,০০,০০০	অসংখ্য

প্রিয় ভাই! ইসলামী ইতিহাসের পরবর্তী যুদ্ধগুলো ছিল আরো ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী, যা কুফকারদের জন্য ছিল অভিশাপস্বরূপ! “হযরত উমর ফারুক রাডি. অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছিলেন”- এই কথাটি আমরা প্রবাদবাক্যের মত এক নিঃশ্বাসে বলে থাকি। কিন্তু আমরা কি জানি, এই অর্ধ জাহান জয় করতে কী পরিমাণ রক্তপাত ঘটানো হয়েছিল? কী পরিমাণ কাফেরকে হত্যা করা হয়েছিল?? ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রাডি. এর সময়ের কিছু যুদ্ধের পরিসংখ্যান লক্ষ্য করুন-

হযরত উমর ফারুক রাডি. এর খিলাফতের সময় সংগঠিত যুদ্ধসমূহ

সাল	যুদ্ধের নাম	কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা	নিহত কাফেরের সংখ্যা
শাবান, ত্রয়োদশ হিজরি	ফিহল	৮০,০০০	প্রায় সকল কাফেরকেই হত্যা করা হয়
রজব, পঞ্চদশ হিজরি	ইয়ারমুকের যুদ্ধ	২,৪০,০০০ মতান্তরে ৪,০০,০০০	৭০,০০০ মতান্তরে ১,২০,০০০
শাবান, ত্রয়োদশ হিজরি	সেঁতুর যুদ্ধ	-	৬,০০০
রমজান, ত্রয়োদশ হিজরি	বুআইবের যুদ্ধ	১,৫০,০০০	এই যুদ্ধেও প্রায় সকল কাফেরকেই হত্যা করা হয়
১৩-১৫ শাবান, পঞ্চদশ হিজরী	কাদেসিয়ার যুদ্ধ	৩০,০০০	গণনাভীত

- প্রিয় ভাই! 'রক্তের নদী' কথাটি সাহিত্যে বা প্রবাদে পাওয়া গেলেও বাস্তবে পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটি পাওয়া যায় না, একমাত্র ইসলামের ইতিহাস এর ব্যতিক্রম। **উল্লায়শ (বা আমগিশায়া)-এর যুদ্ধে (সফর, দ্বাদশ হিজরি)** 'সাইফুল্লাহ' তথা আল্লাহর তরবারি হিসেবে খ্যাত মুসলিম সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাডি. আল্লাহর কাছে দোয়া করেন- "হে আল্লাহ্! আমাদের সাহায্য করা আপনার ইখতিয়ার। আপনি যদি শত্রুবাহিনীকে আমাদের কর্তৃত্বে এনে দেন, তাহলে তাদের সকলকে নিশ্চিহ্ন করব; এমনকি তাদের রক্তে নদী প্রবাহিত করব।"

আল্লাহ সুবহানা হু ওয়া তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে মুসলমানরা পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করে। হযরত খালিদ রাডি. ঘোষণা দেন- শত্রুদেরকে হত্যা করো না, জীবিত আটক করো। কেবল তাকেই হত্যা করো যে বাধা প্রদান করে।

সেনাপতির নির্দেশে মুসলমানরা পারসিক সৈন্যদেরকে আটক করে। এরপর হযরত খালিদ রাডি. এদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন।

প্রিয় ভাই! দৃশ্যটি একটু কল্পনা করুন। সাহায্যে কেরাম কুফ্ফারদের প্রতি কেমন কঠোর ও নির্দয় ছিলেন!!! দুনিয়ার জীবনে এটিই তাদের আসল প্রাপ্তি, আর পরকালের আযাব তো আরো কঠিন! পারসিক বাহিনীর সত্তর হাজার বন্দীকে নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে এমনভাবে হত্যা করা হয় যে, তরবারির আঘাতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরো শরীর নদীতে গিয়ে পড়ত। এভাবে তিনদিন ব্যাপী কুফ্ফার নিধন চলতে থাকে। নদীতে বাধ দেয়া ছিল, ফলে নদী প্রবাহিত হচ্ছিল না। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাডি. বাধ কেটে দিতে নির্দেশ দেন, ফলে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়। এভাবে তিনি আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন করেন।

সুবহানা ল্লাহ! আর এভাবেই রক্তের নদী সাঁতরিয়ে ইসলাম তার মঞ্জিলে পৌঁছেছিল, বিজয়ী ধর্মরূপে অর্ধপৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আল্লাহ আকবার!

আর এই বাস্তবতাকে কোন বধির ও অন্ধ ব্যতীত অন্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

সুতরাং "ইসলাম শান্তি চায়" এই কথার অর্থ এই নয় যে, ইসলাম কাপুরুষ ও ভীরুদের ধর্ম, ইসলাম একদল খোঁজা-নপুংসকের ধর্ম; বরং ইসলাম চিরদিনই অসীম সাহসী বীরদের ধর্ম, যারা চোখের পলকে, দ্বীনের স্বার্থে, আপন প্রতিপালকের সম্ভ্রষ্টির জন্য নিজের জীবন দিতে সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকে। ইসলাম এমন ধর্ম, যে অন্য কোনো বাতিল ধর্ম ও মতবাদকে সহ্য করতে পারে না। এই মহান ধর্ম চায় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মাধ্যমে আপন শাসন প্রতিষ্ঠা করে সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। আর এই প্রক্রিয়ায় যে বা যারাই কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে, তাদের জবাব হবে একমাত্র এবং কেবলমাত্র তরবারি।